কুরআন ও হাদীছের আলোকে হজ্জ, উমরাহ ও মদীনা যিয়ারত

বিভাগ/অধ্যায়ঃ তৃতীয় অধ্যায়

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল-উসাইমীন (রহঃ)

মীক্বাতসমূহ

মীক্বাত (ইবাদাতের স্থান ও সময়) দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) মীক্বাত যামানী (কালগত মীক্বাত)

(২) মীক্বাত মাকানী (স্থানগত মীক্বাত)

মীক্বাত যামানী (কালগত মীক্বাত) একমাত্র হাজ্জের সাথে সংশিস্নষ্ট। পক্ষান্তরে উমরার জন্য কোন বিশেষ সময়কাল নির্ধারিত নেই। এর দলীল-প্রমাণ: আল্লাহ তা’আলা ইরশাদ করেন:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ

হাজ্জ হয় কয়েকটি নির্দিষ্ট মাসে।[1] আর তা হল শাওয়াল, যুলকা’দাহ এবং যুলহাজ্জ মাসের প্রথম ১০ দিন।[2]

আর মীক্বাত মাকানী (স্থানগত মীক্বাত) হলো পাঁচটি, যা আল্লাহর রসূল (সা.) নির্ধারিত করেছেন।

যেমন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) মীক্বাত নির্ধারিত করেছেন: মদীনাবাসীদের জন্য “যুলহুলাইফা” নামক স্থানকে (যার বর্তমান নাম আবয়ার আলী), শামবাসীদের জন্য “জুহফা” নামক স্থানকে, নজদবাসীদের জন্য “কারনুল মানাযিল” নামক স্থানকে (যার বর্তমান নাম আসসায়ল) এবং ইয়ামানবাসীদের জন্য “ইয়ালামলাম” নামক স্থানকে।[3]

এই মীক্বাতগুলি এই এলাকাবাসীদের জন্যে এবং ঐ সব লোকের জন্যে যারা অন্য এলাকা থেকে এই পথ হয়ে আগমন করবে, যদি তারা হাজ্জ বা উমরার নিয়্যাতে আসে। (তাই কেউ যদি এই দুই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কা আসে তাহলে তার বিনা ইহরামে মক্কা প্রবেশে কোন বাধা নেই)। আর যে ব্যক্তি মীক্বাতের ভিতরে অবস্থান করে সে নিজ গৃহ হতেই ইহরাম করবে, এমন কি মক্কাবাসী মক্কা হতেই ইহরাম করবে।[4]

আরো আয়িশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, নাবী (সা.) ইরাক্ববাসীদের জন্যে “যাতু ইরক” নামক স্থানকে মীক্বাত নির্ধারিত করেন।[5]

১। প্রথম মীক্বাত: যুল হুলায়ফা, যাকে আব্‌য়ার আলীও বলা হয়। যা মদীনা থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দূরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মক্কা থেকে প্রায় চার শত পঞ্চাশ (৪৫০ কি. মি.) দূরে উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। ইহা মদীনাবাসী এবং যারা সেপথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীক্বাত।

২। দ্বিতীয় মীক্বাত: জুহ্ফা, ইহা একটি প্রাচীন গ্রাম, (যা মক্কা থেকে উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত) যেখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় এক শত পঁচাশী (১৮৫ কি. মি.)। এ গ্রামটি অনাবাদ হয়ে যাওয়ার কারণে লোকেরা বর্তমানে (জুহফার নিকটস্থ) রাবিগ শহর হতে ইহরাম বাঁধে। ইহা শাম বা সিরিয়া, মরোক্ক, মিসরের অধিবাসী এবং যারা সেই পথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীক্বাত। যদি তারা তার পূর্বে যুলহুলায়ফা হয়ে অতিক্রম না করে থাকে, কেননা যদি

যুলহুলায়ফা হয়ে অতিক্রম করার পর যুহফা হয়ে আসে তাহলে যুলহুলায়ফা থেকেই ইহরাম করতে হবে।

৩। তৃতীয় মীক্বাত: কার্নুল মানাযিল, যার বর্তমান নাম “আস্সায়লুল কাবীর”। (যা মক্কা থেকে উত্তর-পূর্বে অবস্থিত) যেখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় পঁচাশি (৮৫ কি. মি.)। ইহা নাজদবাসী এবং যারা তাদের পথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীক্বাত।

৪। চতুর্থ মীক্বাত: ইয়ালামলাম্, যা তিহামা নামক এলাকার একটি পর্বত বা বিশেষ স্থানের নাম। (যা মক্কা থেকে দক্ষিনে অবস্থিত) যেখান থেকে মাক্কার দূরত্ব প্রায় বিরানব্বই (৯২ কি. মি.) যার বর্তমান নাম ‘সা’দিয়াহ’ ইহা ইয়মানবাসী এবং তাদের পথ হয়ে অতিক্রকারীদের মীক্বাত।

[বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান থেকে যে সব হাজীরা (জলপথে) জাহাজে ভারত মহাসাগর হয়ে হাজ্জের উদ্দেশ্যে আসতেন তাদেরও মীক্বাত ছিল ইয়ালামলাম্। কিন্তু বর্তমানে উড়োজাহাজে পূর্ব দিক থেকে আসার কারণে তাদের মীক্বাত হবে “কারনুল মানাযিল” যার বর্তমান নাম “আস্সায়লুল কাবীর”। সুতরাং উপমহাদেশ থেকে আগত হাজী সাহেবগণকে জেদ্দা অবতরণের পূর্বেই ইহরাম করে নিতে হবে]

৫। পঞ্চম মীক্বাত: যাতু ইর্ক, নাজদবাসীরা ইহাকে “যারীবাহ” বলে থাকে, (যা মক্কা থেকে পূর্ব উত্তরে অবস্থিত) যেখান থেকে মক্কার দূরত্ব প্রায় চুরানব্বই (৯৪ কি. মি.)। ইহা ইরাকবাসী এবং যারা এই পথ হয়ে অতিক্রম করবে তাদের মীক্বাত।

আর যে সকল লোকেরা এসমস্ত মীক্বাতের ভিতরে বসবাস করে তাদের মীক্বাত হচ্ছে নিজ নিজ গৃহ। সুতরাং তারা নিজ বাসস্থান থেকেই ইহরাম করবে। এমন কি মক্কাবাসীরা মক্কা থেকেই ইহরাম করবে, তবে উমরার ক্ষেত্রে হারাম এলাকায় বসবাসকারীরা ইহরাম বাঁধার উদ্দেশ্যে নিকটবর্তী হালাল এলাকায় গমন করবে।

কারণ, মা আয়িশা (রা.) যখন উমরা করার আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন তখন প্রিয় নাবী (সা.) আব্দুর রাহমান বিন আবু বাকরকে বলেন: তোমার বোন আয়িশা (রা.)-কে হারাম এলাকা থেকে তানঈম নামক স্থানে (যা কা’বা ঘর থেকে নিকটবর্তী হালাল এলাকা, মাসজিদুল হারাম থেকে ৬ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত) নিয়ে যাও, সে যেন সেখান থেকে উমরার ইহরাম করে।[6]

আর যে সব লোকের রাস্তা এ মীক্বাতগুলি থেকে ডানে বা বামে অবস্থিত তারা নিকটবর্তী মীক্বাতের বরাবর এসে ইহরাম বাঁধবে। আর যদি তারা এমন এলাকার লোক হয় যা কোন মীক্বাত বরাবর পড়ছে না যেমন সুডানের সাওয়াকিন নামক স্থানের অধিবাসীরা এবং যারা তাদের পথ হয়ে অতিক্রম করবে তারা জেদ্দা হতে ইহরাম করবে।

আর যদি কোন ব্যক্তি হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে এ মীক্বাতগুলি হয়ে অতিক্রম করে তাহলে বিনা ইহরামে মীক্বাত অতিক্রম করা জায়েয নয়। অতএব যদি কোন ব্যক্তি উড়োজাহাজে হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে সফর করে তাহলে আকাশ পথে মীক্বাত বরাবর হলেই ইহরাম করা ওয়াজিব। তাই এরকম ব্যক্তি মীক্বাত বরাবর হওয়ার পূর্বেই ইহরামের কাপড় পরিধান করে প্রস্তুত থাকবে। অতঃপর মীক্বাত বরাবর হলেই দ্রুত ইহরামের নিয়ত করে ফেলবে, এরকম লোকের জন্য জেদ্দা বিমান বন্দরে নেমে বিলম্বে ইহরাম করা জায়েয নয়। কারণ, ইহা মহান আল্লাহর সীমানালঙ্ঘন করার অমর্ত্মভুক্ত। আর আল্লাহ তা’আলা বলেছেন:

(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)

এগুলো আল্লাহর সীমারেখা, আর যে কেউ আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে নিজের উপরই যুলুম করে।[7]

(تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللّهِ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)

এগুলো আল্লাহর আইন, কাজেই তোমরা এগুলোকে লঙ্ঘন করো না, আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লঙ্ঘন করে তারাই যালিম।[8]

(وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ)

আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরবাসী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে।[9]

আর কোন ব্যক্তি যদি মীক্বাত হয়ে অতিক্রম করার সময় হাজ্জ কিংবা উমরার কোন উদ্দেশ্য না রাখে, অতঃপর মীক্বাতের ভিতরে গিয়ে তার হাজ্জ বা উমরা করার ইচ্ছা হয়, তাহলে যেখানে সে সংকল্প করেছে সেখান থেকেই ইহরাম করবে।

এর প্রমাণ আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত মীক্বাত সম্পর্কীত হাদীস, নাবী (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি মীক্বাতের ভিতরে অবস্থান করবে তার ইহরাম সেই স্থান থেকেই করবে যেখানে সে সংকল্প করেছে।[10]

আর যদি কেউ মীক্বাত হয়ে অতিক্রম করল, কিন্তু তার হাজ্জ বা উমরা করার কোন ইচ্ছা নেই বরং সে অন্য কোন উদ্দেশ্য নিয়ে মক্কায় যাচ্ছে, যেমন বিদ্যার্জনের জন্য বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য কিংবা রোগের চিকিৎসার জন্য অথবা ব্যবসা-বানিজ্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে, তাহলে তার প্রতি ইহরাম করা আবশ্যক নয় বিশেষ করে সে যদি এর পূর্বে তার ফরয হাজ্জ ও উমরা আদায় করে নিয়ে থাকে।

এর প্রমাণ ইবনু আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীস, তাতে রয়েছে: এই মীক্বাতগুলি এই এলাকবাসীদের জন্যে এবং ঐ সব লোকের জন্যে যারা অন্য এলাকা থেকে এই পথ হয়ে আগমন করবে, যদি তারা হাজ্জ বা উমরার নিয়তে আসে। সুতরাং এই হাদীসের অর্থ ইহাই প্রকাশ পায় যে, কেউ যদি এই দুই উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে মক্কা আসে তাহলে তার প্রতি ইহরাম করা ওয়াজিব নয়।

আর মনে রাখবেন, যে ব্যক্তি ফরয হাজ্জ ও উমরা আদায় করে ফেলেছে তার প্রতি হাজ্জ ও উমরার নিয়ত করে মক্কা আসা আবশ্যক নয়; কেননা হাজ্জ ও উমরা জীবনে মাত্র একবার ফরয।

যার দলীল নাবী (সা.) এর হাদীস, যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়; হাজ্জ কি প্রতি বছর ফরয? উত্তরে তিনি (সা.) বলেন:

اَلْحَجُّ مَرَّةٌ, فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ

হাজ্জ জীবনে একবার ফরয, তার বেশী যা হবে তা নফল।[11] আর উমরাও হাজ্জের মতই জীবনে মাত্র একবার ফরয। তবে যে ব্যক্তি হাজ্জের মাসে মীক্বাত হয়ে অতিক্রম করবে তার জন্য উত্তম হচ্ছে হাজ্জ বা উমরার ইহরাম করে মক্কায় প্রবেশ করা, যদিও পূর্বে সে ফরয হাজ্জ আদায় করে ফেলেছে। যাতে করে হাজ্জ ও উমরার নেকী হাসিল হয়ে যায় এবং মক্কায় প্রবেশের ইহরাম করার আবশ্যকতা সম্পর্কে যে ইমাগণের মতভেদ রয়েছে তা থেকে মুক্ত হতে পারে।

>

ফুটনোট

[1]. সূরাহ আল-বাক্বারাহ ২ঃ ১৯৭

[2]. সহীহ বুখারী ১৫৬০ নং হাদীসের বাব দেখুন।

[3]. সহীহ বুখারী ১৫২৪, ১৫২৬, সহীহ মুসলিম ১১৮১, সুনানে দারিমী ১৮৩৩, নাসাঈ ২৬৫৩।

[4]. সহীহ বুখারী ১৫২৪, সহীহ মুসলিম ১১৮১, সুনানে দারিমী ১৮৩৩, নাসাঈ ২৬৫৩।

[5]. সুনান আবূ দাউদ ১৭৩৯ ও সুনান নাসঈ ২৬৫৩, সহীহ বুখারী ১৫৩১।

[6]. সহীহ বুখারী ১৫১৮ ও মুসলিম।

[7]. সূরাহ্ ত্বালাক্বঃ ১

[8]. সূরা আল-বাক্বারা: ২২৯

[9]. সূরাহ্ আন্-নিসাঃ ১৪

[10]. সহীহ বুখারী ১৫২৬, সহীহ মুসলিম।

[11]. সহীহ: মুসনাদে আহমাদ ২৩০৪, আবূ দাউদ ১৭২১ ও নাসাঈ ২৬২০।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9396

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন